109225 - যে ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরা পালনে ইচ্ছুক সে মীকাতে কি কি করবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরা পালনে ইচ্ছুক সে মীকাতে কি কি করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

মীকাতে পৌঁছার পর গোসল করা ও সুগন্ধি লাগানো সুন্নত। যেহেতু বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামকালে সেলাইকৃত (অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আদলে তৈরী-অনুবাদক) কাপড় থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং গোসল করেছেন। এবং যেহেতু সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইহরামের কারণে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এবং তাঁর হালাল হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার আগেও সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।" আয়েশা (রাঃ) যখন হায়েযগ্রস্ত হয়ে ইহরাম করলেন তখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গোসল করে হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) যখন যুলহুলাইফাতে সন্তান প্রসব করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও গোসল করার এবং কাপড়ের পট্টি বেঁধে ইহরাম করার নির্দেশ দিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন নারী যদি মীকাতে পৌঁছেন এবং তিনি হায়েযগ্রস্ত কিংবা নিফাসগ্রস্ত থাকেন তিনি গোসল করবেন এবং সবার সাথে ইহরাম করবেন। অন্য হাজী যা যা করে তিনিও তা তা করবেন; শুধু বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ছাড়া যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাঃ) ও আসমা (রাঃ)কে সে নির্দেশ দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি ইহরাম করতে ইচ্ছুক তার উচিত নিজের গোঁফ, নখ, নাভির নীচের পশম, বগলের পশম ইত্যাদির যত্ন নেয়া। প্রয়োজন হলে এগুলো কেটে নেওয়া। যাতে করে, ইহরাম করার পর ইহরাম অবস্থায় এগুলো কাটার প্রয়োজন না হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় এগুলোর যত্ন নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "স্বভাবগত বিষয় পাঁচটি: খতনা করা, নাভির নীচের পশম কাটা, গোঁফ কাটা, নখ কাটা ও বগলের পশম উফড়ে ফেলা।" সহিহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: "আমাদের জন্য গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা ও নাভির নীচের

পশম সভে করার সময় নর্িধারণ করে দয়ো হয়ছে: আমরা যনে চল্লশি দনিরে বশেি সময় দরেি না করি।” এ হাদসিটি ইমাম নাসাঈ এ ভাষায় সংকলন করছেনে য,, “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরে জন্য সময় নর্িধারণ করে দয়িছেনে”। ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তরিমযিি হাদসিটি ইমাম নাসাঈর ভাষায় সংকলন করছেনে। আর পক্ষান্তর, ইহরামকালে মাথার কোন চুল কর্তন করা শরয়িতসম্মত নয়; পুরুষদরে জন্যওে নয়, নারীদরে জন্যওে নয়।

দাঁড়ি সভে করা কংিবা দাঁড়রি কছিু অংশ কাটা সবসময় হারাম। বরং দাঁড়ি ছড়েে দতিে হব। যহেতেু সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে ইবনে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছে য, তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “তোমেরা মুশরকিদরে বপিরীত কর। দাঁড়ি ছড়েে দাও এবং গোঁফ ছাটাই কর”। ইমাম মুসলমি তাঁর ‘সহহি’ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “তোমেরা গোঁফ ছাটাই কর, দাঁড়ি ছড়েে দাও এবং অগ্নপিূজারীদরে বপিরীত কর।”

এ যামানায় অনকে লোকরে মধ্যে এ সুন্নতরে খলিাফ করার, দাঁড়রি বরিুদ্ধে যুদ্ধ করার, কাফরে ও নারীদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার মহা মুসবিত বদ্যিমান। বশিষেতঃ যারা ইলম অর্জন ও বতিরণরে সাথে সম্পৃক্ত তাদরে মধ্যওে। ইন্না লল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজউিন। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যনে, আমাদরেকে ও সর্বস্তররে মুসলমানকে সুন্নাহ্ অনুসরণ করার ও আকঁড়ে ধরার এবং সুন্নাহ্র দকিে দাওয়াত দয়োর হদোয়তে নসীব করনে। যদওি অনকে মানুষ সুন্নাহ্র প্রতি বীতশ্রদ্ধ। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নমো’লা ওয়াকলি। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বল্লিাহলি আলয়্যিলি আযমি (আল্লাহ্ই আমাদরে জন্য যথষ্টে। তনিি কতিই না উত্তম অভভিাবক। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থকেে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নইে)।

এরপর পুরুষ হলে একটি লুঙ্গি ও চাদর পরধিান করব। মুস্তাহাব হচ্ছ- এ দুইটি চাদর সাদা ও পরস্কিার হওয়া। মুস্তাহব হচ্ছ- দুইটি স্যান্ডলে পায়ে দয়িে ইহরাম করা। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, “তোমাদরে কউে যনে একটি লুঙ্গি, একটি চাদর ও এক জোড়া স্যান্ডলে পায়ে দয়িে ইহরাম কর।”[মুসনাদে আহমাদ]

আর মহলিা হলে য কাপড় ইচ্ছা স কাপড় পরে ইহরাম করতে পারনে; কালো কাপড় হোক, সবুজ কাপড় হোক কংিবা অন্য কোন রঙরে কাপড় হোক। তব, পুরুষরে পোশাকরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ থকেে সাবধান থাকতে হব। ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য নকিাব ও হাত-মোজা পরা নাজায়যে। তবে তনিি অন্য কছিু দয়িে মুখ ও হাতরে কব্জদ্বিয় ঢকেে রাখবনে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামকারী নারীকে নকিাব ও দুইহাতে মোজা পরতে নষিধে করছেনে। কোন কোন সাধারণ মুসলমান য মনে করে থাকনে, নারীদরেকে সবুজ কংিবা কালো রঙরে পোশাকে ইহরাম করতে হব— এর কোন ভত্তিি নইে।

এরপর গোসল, পরিচ্ছন্নতা ও ইহরামের কাপড় পরিধান শেষে মনে মনে হজ্জ কিংবা উমরা যেটা পালন করতে ইচ্ছুক সেটার নিয়ত করবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সকল আমল নিয়্যত অনুযায়ী মূল্যায়িত হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে সেটাই পায়।"

তিনি যা নিয়ত করেছেন সেটা উচ্চারণ করা শরিয়তসম্মত। যদি তিনি উমরা করার নিয়ত করেন তাহলে বলবেন: 'লাব্বাইকা উমরাতান' কিংবা 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান'। আর যদি তিনি হজ্জ করার নিয়ত করেন তাহলে বলবেন: 'লাব্বাইকা হাজ্জান' কিংবা 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান'। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা করেছেন। যদি হজ্জ ও উমরা উভয়টার নিয়ত করতে চান তাহলে উভয়টাকে একত্রিত করে তালবিয়া বলবেন: 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ও হাজ্জান'। এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে- গাড়ী কিংবা পশুর পিঠে আরোহণ করার পর নিয়ত উচ্চারণ করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণের পর তালবিয়া পড়েছেন, আর সওয়ারী তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। আলেমগণের মতামতের মধ্যে এটি সবচেয়ে শুদ্ধ। ইহরাম ছাড়া অন্য কোন আমলের ক্ষেত্রে নিয়ত উচ্চারণ করা শরিয়তসিদ্ধ নয়; কেননা ইহরামের নিয়ত উচ্চারণ করাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, নামায ও তাওয়াফ ইত্যাদি আমলের কোনটির ক্ষেত্রে নিয়ত উচ্চারণ করা অনুচিত। তাই কেউ এভাবে বলবে না যে, نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ كَذَا وكَذَا (আমি অমুক অমুক নামাযের নিয়ত করেছি)। এ রকমও বলবে না যে, نَوَيْتُ أَنْ أَطُوْفَ كَذَا (আমি অমুক তাওয়াফ করার নিয়ত করেছি)। বরং এ ধরণের উচ্চারণ করাটা নব্য বিদাত। আর এটি স্বজোরে বলা আরও বেশি নিন্দনীয় ও কঠিন গুনাহ। যদি নিয়ত উচ্চারণ করাটা শরিয়তসিদ্ধ হত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা বর্ণনা করতেন এবং তাঁর কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে উম্মতের জন্য বিষয়টি সুস্পষ্ট করে যেতেন এবং সলফে সালেহীনগণ তা পালনে অগ্রণী থাকতেন।

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়নি, সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এমন কিছু বর্ণিত হয়নি- এতে করে জানা গেল যে, এটি বিদাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে মন্দ বিষয় হচ্ছে নব্য বিষয়গুলো। আর প্রত্যেকটি বিদাত হচ্ছে ভ্রষ্টতা"।[সহিহ মুসলিম] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন কিছু চালু করে যা এতে নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত"।[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার ব্যাপারে আমাদের অনুমোদন নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত।"[সমাপ্ত]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায